প্রশ্নের মান - ১৫

(*) বিবেকানন্দের মতে কর্ম কি? মানব চরিত্রের উপর কর্মের প্রভাব আলোচনা কর।

যে কোন চিন্তা বা যে কোন কার্য যে ফল উৎপন্ন করে; তাকেই কর্ম বলে। কর্ম শব্দটি সংস্কৃত কৃ - ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে; 'কৃ' ধাতুর অর্থ হল করা, যা কিছু করা হয়, তাই কর্ম. এই শব্দটির আবার পারিভাষিক অর্থ হল কর্মফল. এই অর্থে কর্ম বলতে নিয়ম এবং কর্মফলের সম্ভাবনা অনুনিহিত রাখে কর্মজাত এমন প্রভাব বা শক্তিকে বোঝায়. কর্মযোগে আমাদের কর্ম শব্দটি কেবল কাজ অর্থেই ব্যবহার করতে হবে।

চরিত্রের উপর কর্মের প্রভাব

গীতার মূল ভাব হল এই যে, নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু তাতে আসক্ত হইও না। মনকে স্বামিজী একটি হ্রদের সঙ্গে তুলনা করেছেন, হ্রদের জলে কোনো তরঙ্গের সৃষ্টি হলে, তা যেমন জলের উপরিভাগের পুরো অংশটিকেই তরঙ্গায়িত করে. মানুষের মনও ঠিক তেমনি, যখন আমরা কোনো কর্ম করি, তা মনে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গ প্রশমিত হলেও একেবারে লুপ্ত হয় না, তা চিত্তের উপর একটি স্থায়ী দাগ বা প্রভাব রেখে যায় এবং সেই তরঙ্গটির পুনরায় আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে। এই দাগ এবং এই তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনার একমাত্র নাম সংস্কার, আমরা যে কর্ম করি তা আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালন, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা চিত্তের উপর এই রূপ সংস্কার রেখে যায়, যখন সংস্কারগুলি উপরিভাগে থাকে না, তখন এতো প্রবল থাকে যে, তারা অবচেতন মনে অজ্ঞাতসারে কার্য করতে থাকে। আমরা প্রতি মুহূর্তেই যা, তা আমাদের মনের উপর এই সংস্কার সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়, এই মুহূর্তে আমরা যা, তা আমাদের অতীত জীবনের সংস্কার সমষ্টির ফলমাত্র, একেই চরিত্র বলে।

প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কার সমষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যদি শুভ সংস্কারগুলি প্রবল হয় তবে চরিত্র সৎ হয় আর অসৎ সংস্কারগুলি প্রবল হলে চরিত্র অসৎ হয়. যদি কোনো ব্যক্তি সর্বদা মন্দ কথা বলে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ করে, তার মন তখন মন্দ সংস্কারের পূর্ণ হয়ে যায় এবং এগুলিই অজ্ঞানসারে তার কর্ম ও চিন্তাকে

Scanned by TapScanner

প্রভাবিত করে। ভালো সংস্কার যে ক্ষেত্রে যেরূপ হয়, যখন মানুষ সৎ কাজ করে; সৎ চিন্তা করে তখন তার সংস্কার শুভ হয়। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি সৎ কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন কোনো অন্যায় কাজ করতে ইচ্ছা হলেও এই সকল সংস্কারের সমষ্টি সেরূপ স্থলে তাকে অশুভ কাজ করতে দেয়।

আমরা জগতে যত প্রকার কার্য দেখতে পাই মনুষ্য সমাজে যত প্রকার আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়, সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাশমাত্র। এই ইচ্ছা চরিত্র হতে উদ্ভূত, এই চরিত্র আবার কর্ম দ্বারা নির্মিত। আমার বর্তমান জীবন অতীত কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আবার ভবিষ্যৎ কিরূপ হবে তা বর্তমান জীবনের সব কিছুই কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা কি বলতে পারি বা কী করতে পারি না — কর্মই তা নির্ধারণ করে দেয়। আমাদের বর্তমান কর্ম দ্বারা তা স্থির হতে পারে।

সুতরাং কিভাবে কর্ম করতে হবে তা জানা আবশ্যক। কেননা তার দ্বারাই সর্বাপেক্ষা ভালো ফল পাওয়া যায়, গীতায় কর্মযোগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে কর্মযোগের অর্থ হল কর্মের কৌশল বিজ্ঞানসম্মত প্রণালিতে কর্মানুষ্ঠান, আমাদের সকল কর্মের উদ্দেশ্য হল মনের ভিতরে পূর্ব থেকে যে শক্তি রয়েছে তাকে প্রকাশ করা। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই এ শক্তি ও জ্ঞান রয়েছে। ঐ সব কর্ম যেন ঐ শক্তি ও জ্ঞানকে প্রকাশ করবার যন্ত্রস্বরূপ।

মানুষ নানা উদ্দেশ্যে কর্ম করে থাকে, কোনো উদ্দেশ্য ব্যাতিত কর্ম হতে পারে না। কোন কোন লোক যশ চায়, তাই সে যশের জন্য কাজ করে; কেউ কেউ অর্থ চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ও কাজ করে। এই কর্মটির সঙ্গে এমন ভাবে একাত্ম হয়ে পড়ি যে বার বার নিষ্ফল হওয়া সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করতে পারি না। কর্ম আমাদের আঘাত করছে একথা জেনেও কর্মের প্রতি আমাদের আসক্তি ত্যাগ করতে পারি না, ফলে আমরা দুঃখ পাই। প্রকৃত সফলতা আসে নিঃস্বার্থ কর্ম হতে, যিনি সম্পূর্ণ ভাবে নিঃস্বার্থ তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্য হতে পারেন।

তাই গীতা আমাদের নিষ্কাম কর্মের আদর্শ অনুসরণের কথা বলেছেন তাই এই প্রকার কর্ম দ্বারাই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হতে পারে। এই প্রকার কর্মের দ্বারাই জগতের সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হতে পারে।

সুতরাং কর্মের জন্যই আমাদের কর্ম করতে হবে। প্রেম, সত্য, নিঃস্বার্থ পরতা হল আমাদের আদর্শ। এগুলির মধ্যে শুধুমাত্র মহৎ শক্তি নিহিত রয়েছে। যে ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য হলেও কোনো স্বার্থাভিসন্ধি ব্যাতিত কোনো কাজ করতে পারেন, তার মধ্যে মহাপুরুষ হবার সামর্থ্য রয়েছে। এইভাবে কার্যে পরিণত করা কঠিন। কিন্তু আমাদের অন্তরে অন্তঃস্থলে তার

তার মূল্য অধিক। একটি কামানের গোলা বায়ুর মধ্য দিয়ে
উড়ে গিয়ে অনেক দূরে পড়ে, অন্য একটি গোলা দেওয়ালে
লেগে বেশি দূর যেতে পারে না। কিন্তু এই সংঘর্ষে
প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এভাবে মনে সমুদয় বহির্মুখ শক্তি
স্বার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়।

আদর্শ পুরুষ তিনিই

যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্ম
এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতাও
নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। তিনিই সংযমের রহস্য বুঝে-
ছেন। যানবাহন মুখরিত মহান নগরীতে ভ্রমণ করলেও তার
মন শান্ত থাকে। যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রয়েছেন অথচ
তাঁর মন তীব্রভাবে কর্ম করেছে। কর্মযোগের ইহাই আদর্শ।
কিন্তু এই আদর্শকে লাভ করতে হলে আমাদের সামনে যে
কার্য কর্ম আসবে তাই করতে হবে এবং প্রত্যেক আরোও অধিক-
তর নিঃস্বার্থপর হতে হবে।

* বেদান্তের মূল ভাবনা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে — ব্যাখ্যা কর।

=> স্বামী বিবেকানন্দ যে practical বেদান্তের কথা বললেন, সেই তত্ত্বে কর্মের স্থান আছে। জীবনে কর্তব্যকে অবহেলা করলে চলবেনা। স্বামীজী বললেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষকেও নিস্পৃহ হয়ে সামাজিক কর্তব্য করতে হবে"। পদ্মের পাতায় জল থাকলেও পদ্মপত্রে যেমন তার কোনো আভাস থাকে না অর্থাৎ জল যেমন পদ্ম পত্রকে সিক্ত করে তুলতে পারে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষও প্রকৃত সন্ন্যাসী, সংসারের সকল কর্মে লিপ্ত হয়েও সেই কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত বা অভিভূত হয়ে পড়ে না। জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা করার আদর্শ হল স্বামীজীর আমাদের দেখিয়েছেন। সিংহ বিক্রমে বিপুল কর্মময় জীবন যাপন করার আদর্শ হল স্বামীজীর কর্মের আদর্শ সবেই আমরা স্বামীজীর কর্মযোগ বলতে পারি। সমাজের চোখে অদ্বৈতবাদের অর্থ শুধুমাত্র সূক্ষ্মজ্ঞানচর্চা নয়। তিনি বললেন, সংসারে বীরের মত আমাদের আপন আপন কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। তবে সেই কর্তব্য কর্ম সমাধার মধ্যে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না। এই তত্ত্বই হল শঙ্করের বেদান্তে সেই সন্ন্যাসের আদর্শ, গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শে, অভীপ্সিত বস্তুলাভ করার জন্য মরনপন সংগ্রামই হল স্বামী বিবেকানন্দের নীতি দর্শনের মৌল প্রত্যয়।

স্বামীজী যেসব মন্ত্র মানুষকে দিলেন সেই সেবার মন্ত্র তিনি লাভ করে ছিলেন তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে। 'সর্বজীবে দয়া' — এই তত্ত্বটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনঃপুত হয়নি। তিনি বললেন, জীবিত শিব, অতএব শিবকে দয়া করা অসম্ভব, প্রকৃত নৈতিক তত্ত্ব হল সর্বজীবে সেবা। এই নরনারায়নের সেবার মধ্য দিয়েই স্বামীজী ভগবানকে লাভকরার পথ দেখিয়েছিলেন, যে নৈতিক সাম্যবাদ হিন্দু দর্শনের মূল উপজীব্য। সেই তত্ত্বটি আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে পাই। ব্রাহ্মনেরা নিজেদের অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যান্য বর্নের মানুষের কাছে পূজা এবং সম্মান দাবী করে। স্বামীজী বললেন যে, এর চেয়ে মিথ্যা এবং অনাচার আর কিছুই হতে পারেনা। স্বামীজীর কথা উদ্ধৃত করে দিই: আত্মার নিরিখে সকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর

এই ধরনের মূল্যায়ন একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। — যেখানে জীবসত্তা সেখানেই তার অন্তরে নিত্যকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকে অন্তরের সেই বানি; সেই বানীটি নেমে আসে উচ্চতর পরম সত্তার কাছ থেকে।

বিবেকানন্দের মতে জীবন যুদ্ধ ক্ষেত্র নয়; জীবন প্রেমের আধার, জগৎ ব্রহ্মময়। মানুষের সেবায় সর্বশ্রেষ্ঠ আধার হল জননী জন্মভূমি, তাইতো স্বামীজী চাইলেন এই জন্মভূমির বুক থেকে সর্ববিধ অনগ্রসরতাকে দূর করতে। তাঁর দেশ প্রেমের আদর্শ, দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরনের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মধ্যে বিধৃত হয়ে রইল। তিনি তাঁর ধ্যানের জগৎকে কর্মের জগতের সাথে যুক্ত করে দেশকে বড় করতে চেয়েছিলেন। তিনি মিলের হিত-বাদকে (Utilitarianism) গ্রহন করেননি। উপযোগবাদকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মানুষে মানুষে সমতার অর্থ হয়না, কেননা সকল মানুষই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। অতএব এই বিশ্বাস থেকে আমাদের নৈতিক আচরনের সম্পূর্নতা সহজেই উদ্ভূত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা ডয়সেনের "philosophy of the upanishads" গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই:— বেদান্ত পাঠের সময় আমরা উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সন্ধান পাই। বাইবেলের প্রতিবেশীকে আপনার মত করে ভালবাসা যে অনুজ্ঞা জারী করা হয়েছে, সে অনুজ্ঞাটি যে নৈতিক আদর্শ হিসেবে অতুচ্চ এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই অনুজ্ঞাটি আমারপক্ষে কেন পালনীয় তার যুক্তিযুক্ত উত্তর বাইবেলে নেই।

Scanned by TapScanner